নিউক্যাসেলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

গত ৪ এপ্রিল, শনিবার নিউক্যাসেলের বাংলাদেশ কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে এলারমোরভেল প্রাইমারী স্কুলের মিলনায়তনে বাংলাদেশের ৩৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। শিশু শিল্পী আফনান ইসলাম ও যারিফা উপস্থিত সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। তারপর পবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াত করেন শিশু শিল্পী নূর সালাম। উর্মি ভাবীর নির্দেশনায় শিশুশিল্পী এসান স্বাধীনতার শ্লোগান ধরলে তার সাথে কণ্ঠ মিলায় মিলনায়তনে উপস্থিত শতাধিক শ্রোতা। ডঃ আমিনুল ইসলামের প্রানবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের মূল পর্বে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আবুল শামসুদ্দিন। আবৃত্তিপর্বে কবিতা আবৃত্তি করেন নাজমা রুমা ও শাহ সুমন এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি আবুল হাসনাৎ মিল্টন। সঙ্গীত পর্বে দুটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিউক্যাসেলের সৌখিন গায়ক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সাব্বির সিদ্দিকী, তাকে যন্ত্রে সহায়তা করেন শিশু শিল্পী ফাবিহা। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইরিশ বংশোদ্ভুত নিউক্যাসেলের বিশিষ্ট গায়ক করম্যাক ওরিরডেন। দুটি গান পরিবেশনের পরে করম্যাক একাত্তরের বাংলাদেশের গণহত্যার উপরে একটি মর্মস্পর্শী গান পরিবেশন করেন। একাত্তরের গণহত্যার উপরে ইংরেজীতে রচিত এ গানটি লিখেছেন কবি আবুল হাসনাৎ মিল্টন। অনুষ্ঠানের শেষে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জীবনী নিয়ে নির্মিত ‘অস্তিত্বে আমার বাংলাদেশ’ চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল ভাবীদের নির্মিত নানারকম পিঠা, মিষ্টি, ছোলামুড়ি, পিয়াজুসহ নানারকমের সুস্বাদু খাবার।

YAMAHA